99843 - খাদ্যশস্য ও ফলমূলের যাকাত এবং এগুলোতে নেসাবের পরিমাণ

প্রশ্ন

শস্য ও ফলের যাকাত কতটুকু এবং এতে নেসাবের পরিমাণ কত?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এক:

আলেমদের ইজমার ভিত্তিতে খাদ্যশস্য ও ফলফলাদিতে যাকাত ওয়াজিব।

ইবনে কুদামা রাহিমাহুল্লাহ আল-মুগনী (২/২৯৪) বইয়ে বলেন: "আলেমরা একমত যে গম, যব, খেজুর ও কিসমিসে যাকাত ওয়াজিব। ইবনুল মুনযির ও ইবনে আব্দুল বার এমনটি বলেছেন।"[সমাপ্ত]

শস্য ও ফলে যাকাতের আবশ্যকতার প্রমাণ হলো আল্লাহ তায়ালার বাণী:

وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

"ফসল সংগ্রহের দিন তোমরা এর হক (ন্যায্য অংশ) প্রদান করবে।"[সূরা আন'আম: ১৪১]

যে শস্য ও ফল পরিমাপযোগ্য ও সংরক্ষণযোগ্য তাতে যাকাত ওয়াজিব হয়; সেটি খাদ্য হোক কিংবা না হোক। দলিল হলো সহিহ বুখারীতে (১৪৮৩) আছে, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "বৃষ্টি ও প্রবাহিত পানি দ্বারা সিক্ত ভূমিতে উৎপাদিত ফসল বা সেচ ছাড়া উর্বরতার ফলে উৎপন্ন ফসলের উপর (এক-দশমাংশ) উশর ওয়াজিব হয়। আর সেচ দ্বারা উৎপাদিত ফসলের উপর অর্ধ উশর (বিশ ভাগের এক ভাগ) ওয়াজিব হয়।"

হাদীসটি যমীন থেকে উৎপন্ন সকল কিছুকে অন্তর্ভুক্ত করে; সেটি খাদ্য হোক কিংবা না হোক।

ইমাম মুসলিম (৯৭৯) বর্ণনা করেন: আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "পাঁচ ওসক থেকে কম পরিমাণে কোনো যাকাত নেই।" সুতরাং 'ওসক' বিবেচনা করার বিষয়টির প্রমাণ

পাওয়া গলে। এটি পরমিাপরে অন্যতম একটি একক।

পক্ষান্তরে, সংরক্ষণযোগ্য হওয়ার শর্ত এ জন্য যে, সংরক্ষণ করা না গলেে নয়িামত পূর্ণতা পায় না। যটো সংরক্ষণ করা যায় সটোর উপকারতিা দীর্ঘ সময় জুড়ে থাকে।

বুহূতী রাহমিাহুল্লাহ 'কাশশাফুল ক্বনিা' গ্রন্থে (২/২০৫) বলছেনে: 'পরমিাপযোগ্য ও সংরক্ষণযোগ্য প্রত্যকে ফলে যাকাত আবশ্যক হয়। যমেন: খজেুর, কসিমসি, কাঠবাদাম, পস্তোবাদাম, হ্যাজলেনাট প্রভৃতি।'[সমাপ্ত]

শাইখ ইবনে উছাইমীন রাহমিাহুল্লাহ আশ-শারহুল মুমতি (৬/৭০) বইয়ে বলনে: "খাদ্যশস্য ও ফলমূলে যাকাত ফরয হয়; শর্ত হলো তা পরমিাপযোগ্য ও সংরক্ষণযোগ্য হতে হবে। যদি এমনটি না হয়, তাহলে এতে যাকাত নইে।"[সমাপ্ত]

দুই:

খাদ্যশস্য ও ফলমূল নসোব পরমিাণ না হলে যাকাত আবশ্যক হবে না। নসোব পরমিাণ হলো পাঁচ ওসক। এক ওসক হলো ষাট সা'। আর এক সা' হলো চার মুদ্দ। এক মুদ্দ হলো মাঝারি গড়নরে একজন মানুষরে দুই হাতরে সম্মলিতি অঞ্জলতিে ধারণকৃত পরমিাণ। পাঁচ ওসকরে প্রমাণ হলো আবু সাঈদ খুদরী রাদয়িাল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণতি হাদীস, তনিি বলনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: "কোনো শস্যদানা ও খজেুর পাঁচ ওসক পরমিাণে না পৌঁছা অবধি এতে যাকাত সদকা নইে।"

শস্য ও ফল থকেে কী পরমিাণ যাকাত প্রদান করা ফরয সটেি সচেরে পদ্ধতরি ভন্নিতা অনুসারে ভন্নি ভন্নি হবে।

যদি কোনো কষ্ট ও পরশ্রিম ছাড়া সচে হয়ে যায়, যমেন: বৃষ্টি বা ঝরনার পানতি, তাহলে এক-দশমাংশ যাকাত দতিে হবে।

আর যদি কষ্ট ও পরশ্রিম করে সচে দতিে হয়, যমেন: পানি উত্তোলনরে যন্ত্ররে প্রয়োজন পড়ে, তাহলে বশি ভাগরে এক ভাগ যাকাত দতিে হবে।

এর প্রমাণ হলো পূর্বোক্ত ইবনে উমর রাদয়িাল্লাহু আনহুর বর্ণতি হাদীস: "বৃষ্টি ও প্রবাহতি পানি দ্বারা সক্তি ভূমতিে উৎপাদতি ফসল বা সচে ছাড়া উর্বরতার ফলে উৎপন্ন ফসলরে উপর (এক-দশমাংশ) উশর ওয়াজবি হয়। আর সচে দ্বারা উৎপাদতি ফসলরে উপর অর্ধ উশর (বশি ভাগরে এক ভাগ) ওয়াজবি হয়।"

হাফযে ইবনে হাজার বলনে: 'হাদীসরে عَثَرِيًّا শব্দটরি ব্যাখ্যায় খাত্তাবী বলছেনে: যা কোনো প্রকার সচে ছাড়া শকেড় দয়িইে পানি সংগ্রহ করে।

আর النضح শব্দরে দ্বারা উদ্দশ্যে হলো যে উট দ্বারা পানি এনে সচে দয়ো। উটকে উদাহরণ হসিবেে উল্লখে করা হয়ছে।

নতুবা গরু বা অন্য প্রাণীর দ্বারা হলেও একই হুকুম।’[সমাপ্ত] এটি বর্তমান যুগের সেচযন্ত্রের সাথে তুলনীয়।

শাইখ ইবনে উছাইমীন রাহিমাহুল্লাহ আশ-শারহুল মুমতি বইয়ে (৬/৭৭) বলেন: “এতে নিহিত প্রজ্ঞা হলো: ‘খরচ দিয়ে সেচ দেয়া হলে এতে খরচের মাত্রা বেড়ে যায়। আর খরচ ছাড়া সেচ দেয়া হলে এতে খরচের হার কম হয়। শরীয়তপ্রণেতা সেচের খরচ ও অন্য খরচকে বিবেচনায় এনেছেন এবং যে জমি খরচ দিয়ে সেচ দেয়া হয় সেটার যাকাত হ্রাস করেছেন।”

শাইখ ইবনে বায (১৪/৭৪) বলেন: ‘বৃষ্টি, নদী ও ঝরনার পানি দ্বারা যে শস্যদানা ও ফলমূলে সেচ দেওয়া হয়; যেমন: খেজুর, কিসমিস, গম ও যব সেগুলোর থেকে এক-দশমাংশ যাকাত দিতে হবে। আর যা যন্ত্র ও অন্যান্য বস্তু দিয়ে সেচ দেওয়া হয়, সেগুলোর থেকে বিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হবে।’[সমাপ্ত]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।